প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
মালবিকা দত্ত
এশিয়া মুদ্রণী
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

অগ্রজ কবি

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক কুমার মিত্র, শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনন্দ গোস্বামী। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীবিদ্যুত্ চক্রবর্তী এবং সর্বোপরি শেষরক্ষা করলেন এশিয়া মুদ্রণী ও পাবলিশিংয়ের শ্রীমৃণাল দত্ত। এঁদের সকলের জন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

যথাসম্ভব প্রযত্ন নেওয়া সত্ত্বেও দু' একটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল, এর জন্যে দুঃখিত।

সূচীপত্র

মনের মধ্যে·বুকের মধ্যে

মহাপৃথিবী

(শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে)

পার হয়ে কত দিন, কত দীর্ঘ অমারাত্রি শেষে
সে এক অনন্য দিন অবশেষে
শত বর্ষ পরে দেখি আমাদের পরিচিত পৃথিবীব কাছে
আনন্দ-বিস্ময়-ভরা দিন নয়,
কোনো এক কালজয়ী যুগ হয়ে আছে।

নারিকেল পত্রশীর্ষে তার
জীবনের জয় ঘোষণার
আমন্ত্রণ এসেছে বারবার।
কৃষ্ণচূড়া রঙ-লাগা সূর্যাস্তের সোনার প্রহরে
অন্তহীন সংগীতের সুরটুকু ঝরে, শুধু ঝরে—
সফেন সৈকতপ্রান্তে, নীলকান্ত উদার আকাশে
ইন্দ্রনীল ঘাসে।

তোমার দুচোখ দিয়ে দেখে গেছি স্বপ্ন নামে বনে ;
একান্ত নির্জনে
রজনীগন্ধার স্মিত সৌরভের স্পর্শ নামে ধীরে
ভোরের শিশিরে।

মনের গোপনে তার দিনরাত পদশব্দ শুনি ;
বকুলে-পলাশে-মেশা নেশা-পাওয়া দুরন্ত ফাল্গুনী
আমাদের দেহে-মনে হৃদয়ের গোপন গভীরে
প্রবেশ করেছে ধীরে ধীরে।

শতবর্ষ পরে আজ তাই দেখি জীবনের নিগূঢ় প্রত্যয়ে
তোমার প্রাণের তাপে আমরা সমৃদ্ধিশালী ; হৃদয়ে হৃদয়ে
আনন্দিত ঐশ্বর্যের সম্মিলিত যুগান্তের ছবি—
মহাপৃথিবী তুমি জ্যোতিষ্মান, নহ শুধু কবি।

কিছু কথা কিছু ছবি

কোনো কিছু থাকে নাকো, শুধু কিছু কথা থেকে যায়
মনের একান্তে এসে কিছু কথা পেতে বসে ঘর ;
বারবার রোমন্থনে তার স্বাদ স্বাদুতর হয়ে
ভরে দেয় জীবনের বহুমূল্য তুচ্ছ অবসর।

কোনো কিছু থাকে নাকো, শুধু কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি
মনের আকাশে লগ্ন হয়ে থাকে যেন চিরকাল ;
মাঝে মাঝে ধুলো পড়ে, উড়ে যায় কালের হাওয়ায়—
অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ঘুচে যায় সব অন্তরাল।

কিছু কথা কিছু ছবি বারবার ফিরে ফিরে ফিরে
অভিনব হয়ে ওঠে আমাদের মানুষের মনে ;
বিহ্বল বিলুপ্ত করে দেয় বুঝি জাগ্রৎ চেতনা
অন্তহীন স্বাদুতায় পরিপূর্ণ একান্ত নির্জনে।

ইস্টেপ অ্যাসাড-এ

(দার্জিলিঙস্থিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসভবন)

নত হও ; ধীরে ধীরে শান্ত করো বিক্ষুব্ধ হৃদয় ;
দূরে ওই চেয়ে ছাখো শঙ্খশুভ্র উন্নত শিখর
নীলিমার কাছে গিয়ে জীবনের অমৃত প্রত্যয়
নিঃশঙ্কে বিবৃত করে ; শুচি করো আবিল অন্তর ।

এখানে পথের প্রান্তে একাকী বিষণ্ণ দিনের
ম্লান ছবি ভেসে আসে, দুয়ারে সপুষ্প বনলতা
কেমন ঢেকেছে শান্তি ছায়া দিয়ে সবুজ প্রাণের—
সব ক্লান্তি মুছে গেছে জীবনের সব কলকথা ।

কতদিন পদশব্দে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে স্তব্ধ নির্জনতা সভয়ে চকিতে
পথ ছেড়ে পালিয়েছে, কত ক্লান্ত চিন্তিত প্রহরে
উদাস চোখের দৃষ্টি রয়ে গেছে দৃষ্টির অতীতে ।

আজ আর কেউ নেই ; দূরে উর্ধ্বে স্বচ্ছ নীলাকাশ
কারো মুক্ত শান্ত স্থির প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাবনা উদার
ব্যাপ্ত করে রেখেছিল, একদিন অন্তিম নিশ্বাস
চিরশান্তি দিয়ে গেছে মৃত্যুহীন সব সাধনার ।

পথের নির্জন প্রান্তে সমাহিত মৌন তপস্যায়
বিষণ্ণ ব্যথার শ্বাস বিজন বাতাসে বয়ে আসে
দুয়ারে সপুষ্প লতা সব ক্লান্তি ঢেকেছে ছায়ায়
অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে সীমাহীন সন্ধ্যার আকাশে ।

কাল বৃষ্টি, আজ সূর্য

কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজকে সকালে
লাল সূর্য পুবের কপালে
রেখে দিয়ে যায় কিছু কুঙ্কুমের ছাপ ;
কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ সকালেতে
আকাশ শিশুর মত পবিত্র নিষ্পাপ ।

কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে,
আজ প্রাতে রক্তজবাকুসুমসঙ্কাশ
প্রসন্ন জ্যোতির জালে ভরে নীলাকাশ ।
লাল সূর্য ধীরে ধীরে হয়ে যায় ফিকে,
চতুর্দিকে
স্বর্গের অমৃতকণা ঝরে পড়ে শান্ত বায়ুস্তরে ;
স্বপ্নের মতন নদী যেন স্বপ্নময়
বলে মনে হয় এই জাগ্রত প্রহরে ।

কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশ নির্মল
প্রসন্ন সূর্যের আলো শান্ত সমুজ্জ্বল
তৃপ্তিতে মধুর ;
প্রাণের একান্তে এসে ভরে দেয় সুর
উৎসাহে আবেগে দীপ্ত তরঙ্গচঞ্চল—
নব জীবনের পথে ফুটে ওঠে অদৃশ্য ইশারা
দুচোখে আশার আলো দীপ্ত ঝলমল ।

বৃষ্টিস্নাত নীলাকাশ, আজকে সকালে
সূর্য এসে রেখে দিল পুবের কপালে
রোমাঞ্চিত বিস্ময়ের এক রাশ কনকচুম্বন—
আকাশে অনেক আলো, অনেক আশ্বাস
হৃদযেতে প্রাণের স্পন্দন ।

সীমন্তিনী

আমি তো দেখেছি তাকে সায়াহ্নের স্তিমিত মায়ায়
সন্ধ্যার প্রণামে নত, পিঠের উপরে এলোচুল,
মুখে নেই লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম নেই কোনো হাতে
এবং পরেনি সে তো চারুকর্ণে শিরীষের দুল ।

সন্ধ্যার পূরবী বাজে, শূন্যে ঝরে রাতের অমৃত ;
সদ্যস্নাতা সীমন্তিনী দূরের আকাশে চোখ রেখে
কী যেন অস্ফুট স্বরে কোন্ মন্ত্রে জানাল প্রার্থনা—
সপ্রেম সুস্নিগ্ধ স্পর্শে দেবে না কি সব গ্লানি ঢেকে ?

সে এক আশ্চর্য স্বাদ ! জীবনের কণ্টকিত বহু
পথে পথে সঙ্গ তার আনন্দিত আশ্বাসে মধুর ;
চোখে তার মেঘমায়া, অশ্রু ঝরে হৃদয়ে হৃদয়ে—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর ।

একজন

সারাটা দিন ঝরিয়ে দিয়ে আকাশ হল সোনা
গভীর কালো অতল জলে সূর্য দেখে মুখ ;
মনের ভিড়ে অনেক স্মৃতি কত না উৎসুক
স্বপ্নজাল বোনা—
হায় রে, তার চোখের কোণে কী যেন উন্মুখ !

রঙের নেশা লেগেছে যেন গভীর কালো জলে
নটীর মত চরণধ্বনি বেজেছে পায়ে পায় ;
ঢেউয়ের মত বুকের মাঝে তীব্র বেদনায়
বহ্নিশিখা জ্বলে
চোখের কোণে অনেক কথা কত না অসহায় ।

এখানে তার অনেক কিছু স্তব্ধ হয়ে আছে
নদীর জলে শীতল হল ক্লান্ত ঋজু দেহ ;
সে যেন তার মনের সাথে জড়ানো হবে কেহ
হয়তো অতি কাছে—
নদীর ধারে রয়েছে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে কেহ ।

দিনের শেষে মেয়েটি তাই এখানে রোজ এসে
কী যেন ভাবে একাকী বসে গভীর চোখ তুলে ;
হয়তো তার ব্যথার মেঘ উঠছে ফুলে ফুলে
কাহার উদ্দেশে
সোনার শিখা মলিন হল সাঁঝের উপকূলে ।

হাসপাতাল

অনেক আশ্বাস নিয়ে ওরা সব আসে এই বাড়িটার কাছে
সবুজ ঘাসের লন, মাঝে মাঝে কেয়ারিতে প্রস্ফুট সুষমা ;
রেলিঙে অপরাজিতা স্মিতমুখী যৌবনের গন্ধ নিয়ে আসে
ত্রিকোণ পার্কের পাশে লজ্জা-লাল কৃষ্ণচূড়া বধূ মনোরমা ।

সকাল সাতটা বাজে ; ওরা সব ধীরে ধীরে এইখানে আসে
স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ; চোখে মুখে শঙ্কাজাত বিবর্ণ বিষাদ ;
বহু ক্লান্ত পদক্ষেপে চিরজীবী জীবনের জয় ঘোষণায়
হয়তো পেয়েছে শান্তি, হয়তো নেমেছে ধীরে ক্লান্ত অবসাদ ।

জীবন মৃত্যুর সাথে এইখানে একসাথে গলাগলি করে
কেমন পেতেছে নীড় ; মাঝে মাঝে শোনা যায় তারই পদধ্বনি ;
জীবনের তীরে এসে কখনো বা রোগশীর্ণ ফেলে রেখে যায়
অতর্কিতে কখনো বা ঝরে পড়ে অকরুণ মৃত্যুর অশনি ।

তবুও তো ওরা আসে ; ওরা সব আসে এই বাড়িটার কাছে
চেয়ে দেখে বিস্তারিত ফুলে ফুলে কৃষ্ণচূড়া বধূ মনোরমা ;
সব গ্লানি ভুলে গিয়ে কী এক বিচিত্র স্বাদে মন ভরে আসে
জীবন আশ্বাসে স্থির ; মৃত্যুর অমোঘ লিপি করে যায় ক্ষমা ।

এক বৃন্তে

একটি মনের বৃন্তে জীবনের ফুল ফুটে ওঠে
একটি মনের বৃন্তে জীবনের বহু অপচয়
কী এক মাধুর্য রসে কত না পুলকে এসে জোটে
বিপুল ঐশ্বর্যভারে পুষ্ট হয়ে বিলুপ্ত হৃদয়।

এইটুকু নিয়ে আজও হৃদয়ের স্বাদ জেগে আছে ;
এতটুকু স্বপ্ন আর স্মৃতি নিয়ে আমাদের মন
সব অপচয় ভুলে গিয়ে শুধু এক হৃদয়ের কাছে
খুঁজে পায় বীতনিদ্র কামনার আকাঙ্ক্ষিত ধন।

তাইতো স্বপ্নকে আজ সত্যের শরীরে টেনে আনি
যাহা নয় তাই দিয়ে গড়ে নিই আপন জগৎ ;
জীবন-যৌবন-প্রেম—সব নিয়ে আলোক-সন্ধানী
এ-মন সন্ধানে ফেরে জীবনের বলিষ্ঠ শপথ।

এ-এক বিস্ময় আজও জেগে আছে আমাদের মনে—
সব নিয়ে পূর্ণ আমি তবু কেন অপূর্ণ রয়েছি ;
একটি মনের বৃন্তে বাঁধা আছি জীবনে জীবনে
একটি হৃদয় ঘিরে জীবনের স্বাদ রেখে গেছি।

দ্বিধা

ভিখারি-মন সেদিন কেন কথার মালা গেঁথে
গিয়েছে সেইখানে,
যেখান থেকে মহুয়া-মাস কেন কিসের টানে
পাগল করে তারে ;
ভিখারি-মন স্বপ্ন দেখে গহন পথে যেতে
ফিরেছে বারে বারে।

অথচ সে তো দেয়নি সাড়া সেদিন কোনো কিছু
নেয়নি তার ডাক ;
তবুও দেখি হৃদয় তারি বিরহে নির্বাক ;
আকুল নিশ্বাসে
ব্যাকুল-করা সন্ধ্যা এল দিনের পিছু পিছু
মহুয়া-ঝরা মাসে।

কখন দেখি দীর্ণ হল নিথর নীরবতা
প্রেমের সৌরভে ;
ভিখারি-মন আবার কি সে গভীর অনুভবে
জাগাবে উল্লাস ?
প্রহর গেল দ্বিধায় কেটে, গহন কোন্ ব্যথা
ছড়াল মধুমাস।

হাত

একখানি হাত আহা, চম্পাকলি স্বপ্নের মতন
ডুবে যায় মন।

আর কিছু দেখিনিকো হৃদয়ে কোথায়
গোপনে একান্তে তার ফুল ফুটে যায়
নিশ্বসিত বসন্ত বাতাসে,
দেখিনি কোথায় তার রক্তে আসে বন্যার আবেগ
দুচোখে আকাশ থেকে এক রাশ স্বপ্ন নেমে আসে।

শুধু সেই হাতখানি
অনুচ্চার হৃদয়ের বাণী
দিয়ে যায় স্পর্শের উত্তাপে ;
একসাথে বুঝে নিই সে লিপির মর্মকথাটুকু
সহসা চঞ্চল হয়ে সারা দেহ কাঁপে।

শুধু সেই একখানি হাত
এই সন্ধ্যা নির্জনে হঠাৎ
দিয়ে গেল জীবনের আশ্চর্য প্রত্যয় ;
মনে হয়
শুধু সেই 'হাত' নয়
আরও কিছু সত্যতর আনন্দিত আশ্বাসের সাথে
পরম নির্ভর বাণী শোনাল সন্ধ্যাতে।

ডুবে যায় মন
একখানি হাত আহা, চম্পাকলি স্বপ্নের মতন
অদূরে রাতের ছবি একান্ত নির্জন।

অন্য নদী

সে বুঝি সারাটা দিন সংসারের নানা শুশ্রূষায়
সযত্নে জড়িয়ে রাখে ,—ঘরনী যখন
নিজের সুখের দিকে কোনো দৃষ্টি নেই
এবং সে তাই ভেবে একপাশে সরিয়েছে মন

যে মন অরণ্য হয় ধমনীতে কোটালের বেগে
পরাজয়ে শান্তি পায় ; নিঃস্ব হয়ে গিয়ে
ফুলের মতন শুধু বেঁচে থাকে সৌরভে জড়িয়ে
সমুদ্রে-দিগন্তে মিশে—বৃষ্টিকণা শ্রাবণের মেঘে ।

শ্যামলী মেয়েটি সে যে অশ্রুমতী বুঝি তার নাম,
নদীর মতন স্নিগ্ধ চোখ দুটি হাসে ;
কী যে ভাবে সারা দিন—অশ্রুনদী হতে চায় নাকি ?
নদীই বুঝি সে নিজে—মনে জানলাম ।

নদী নারী সময়ের অন্ধকার স্রোতে
মিশে যায় ; সন্ধ্যা নামে, ক্রমে রাত গাঢ়তর হয় ;
কাছে আসে ; আরো কাছে ; লঘু স্বর স্পষ্টতর হয়ে
সকল জাগ্রৎ সত্তা লুপ্ত করে দিয়ে যায় ঘুমের সময় ।

ঘরনী সে ছিল দিনে, রাত্রে বুঝি হয়ে এল বধূ
চোখে হাসি প্রণয়ের, বুকে তার ফাল্গুনের মধু ।

সন্ধ্যার ভিক্টোরিয়ায়

দিন ক্ষণ সব ঠিক, বিকেলের শেষে
এইখানে পৌঁছবে এসে
গন্ধরেণু ছুঁড়ে দিয়ে বৈকালী হাওয়ায় ;
এদিকেতে লোকজন—ওইখানে—কলাবতী কত ফুটে আছে
ওখানেতে চল যাই বসি গিয়ে গাছের ছায়ায় ।

পুকুরেতে স্বচ্ছ জল, ছায়া ফেলে সুনীল আকাশ
ভিক্টোরিয়া মুখ দেখে ; প্রসন্ন বাতাস
মৃদু দোল দিয়ে যায় কেয়ারিতে সপুষ্প স্তবকে—
হৃদয় দোদুল হয় মুহূর্তে পলকে ।

লোকজন দূরে রেখে দুজনেতে এসে নিরালায়
সবুজের গন্ধ মাখে সারা দেহে শিরায় শিরায় ।
সন্ধ্যা নামে । অন্ধকার । কেউ নেই কোথা
শোণিতে শোণিতে বাজে অরণ্যের তীব্র আদিমতা ;
শুধু তারা গোপনে দুজনে
খুব কাছে—আরও কাছে সরে এসে শেষে
একাকী নিঃশব্দে বসে অতলান্ত স্বপ্নজাল বোনে ।

মালী হেঁটে চলে গেল । কোনো এক ব্যর্থকাম প্রেমিকপ্রবর
দুই চোখে যন্ত্রণাকাতর
ঈর্ষার তির্যক রেখা ফেলে রেখে মত্ত লুব্ধতায়
অন্ধকারে হেঁটে চলে যায় ।

কেউ নেই। কিছু নেই। অন্ধকার। ঘনায় আঁধার
দুজনে একাত্ম হয়ে গান শোনে আকাশগঙ্গার।
স্বর্গ চিরস্থায়ী নয়। শেষে
স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে চলে যাবে বিষণ্ণ হৃদয়ে
দুঃখস্মৃতি-বিজড়িত কোন্ দূর দেশে।

অসমাপ্ত

হৃদয়কে উপবাসী রেখে
যারা জেনে গেছে এই নারীর হৃদয়
প্রজ্ঞায় দীপিত সত্য হতে পারে, তবু
সত্য নয় ;—যেন তার সব পূর্ণ নয়।

বুঝিবা হৃদয়ে কোনো আবিষ্কার নেই ;
অনুভব—শুধু মৃদু অনুভব দিয়ে
বিস্মিত করা যায় সুনীল আকাশ
কোনো স্থির সমুদ্রের বুকে ফিরে গিয়ে

কোনো এক স্বচ্ছায়ত নয়নের কূলে
হৃদয়কে উপবাসী রেখে
প্রজ্ঞা শুধু পরিমিত প্রজ্ঞা থেকে যায়
আকাশ আকাশে থাকে সমুদ্রের ভুলে।

বিচিত্রা

আকাশ সে কতদুর ?—বহুদূরে দিগন্তে ছড়ানো
সারা দিন, কত রঙ, কত খেলা—বুঝি অর্থহীন ;
তবুও তো দেখি তারে, দেখে গেছি এবং এখনো
তাহার মায়ার স্বাদে ধীরে ধীরে ভরে যায় দিন।
আকাশ সে কোন্ শান্ত মহামৌন নিভৃত বলয়ে
অতি পরিচিত তবু রয়ে গেছে পরম বিস্ময়ে।

সাগর সে কল্লোলিত নীল নীল সফেন সুনীল
বারবার তার স্বর কোনো এক তন্দ্রাহীন রাতে
আমার শোণিতে বাজে ;—যেন কোনো স্বপ্নের মিছিল
দীর্ণ করে দিয়ে যায় তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে।
কত যেন চেনাশোনা তবু বুঝি রয়ে গেছে দুরে
চোখে তারে দেখি না কি ?—অথবা সে গূঢ় অন্তঃপুরে।

'তুমি' সে বিচিত্র ধ্বনি, ছন্দোময় আবেগে কম্পিত
প্রাণের গভীরে আনে সাগরের কলকল রোল ;
কখনো বা আকাশের ব্যাপ্ততার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত
মায়াময় চিত্র আঁকে ইন্দ্রধনু রোমাঞ্চ নিটোল।
আমার হৃদয়ে তার দিনরাত পদশব্দ শুনি
তবু তারে পাইনাকো, শুধু তার কল্পজাল বুনি।

মনের মধ্যে বুকের মধ্যে

মনের মধ্যে অনেক কথা সারাটা দিন লুকিয়ে থাকে
বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা আপনাকে গোপন রাখে
অনেক কথায়, অনেক ব্যথায় দীর্ঘ দিনের বোঝা ভারি
বুকের মধ্যে ব্যথার বোঝা কেমন করে লুকিয়ে রাখে !

সারাটা দিন লুকিয়ে-থাকা ব্যথার বোঝা বুঝতে পারি
অসহ কোন্ তীব্রতর রক্তে-জাগা তুফান তারই
ঘুম-ভাঙা-রাত বিজন ঘরে গভীর রাতের দীর্ঘশ্বাসে
ঘুলিয়ে-ওঠা ঝাপসা-হওয়া দুচোখ যেন জলের ঝারি ।

অনেক দিনের অনেক কথা—লঘু পায়ে ওই কে আসে
এলায়িত কুন্তলভার চরণ-পাতা জ্যোৎস্নাকাশে
সে কি কোনো দিনের স্বপ্ন, কোনো রাতের মধুর স্মৃতি
অবাক-হওয়া হারিয়ে-যাওয়া চৈত্র-সন্ধ্যা-বকুল-বাসে ?

মনের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা অনেক দিনের অনেক প্রীতি
বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে-ওঠা গভীর রাতের দুঃখ-গীতি ।

স্থানান্তরে

তাহলে আকাশে হাত বাড়িয়ো না, নিঃসীম আকাশ
তেমনি নিস্পৃহ রবে যত না বাড়াও কেন হাত ,
সে তবু তোমার দিকে চেয়ে হাসবে, নির্জন-বিলাস
মুহূর্তে তোমাকে হানবে তীক্ষ্ণতম শিলার আঘাত ।

বরং এখানে হাত রাখো এই মাটির ধূলায়,
স্পর্শ করো, অনুভব করো এই মৃত্তিকার ঘ্রাণ ;
আকাশে ঈশ্বর নেই, প্রেম নেই মরু-শূন্যতায়
মাটির ধূলায় এসে বহুব্যাপ্ত প্রেমী ভগবান ।

আকাশ তোমাকে দেবে বাধাহীন দৃষ্টির স্বচ্ছতা
দূরে—আরো বহু দূরে প্রসারিত করো তুমি তাই ,
মাটিতে ছড়ানো ত্থাখো সবুজ কোমল প্রসন্নতা
মানুষের ভালবাসা শান্ত শুভ্র রম্য গীতিকায় ।

তাহলে আকাশে হাত মেলে দিয়ে কেন বৃথা তুমি
নিজেকে বিক্ষত কর, তেমনি সে রয়ে যাবে দূরে ,
তোমার লালিত ইচ্ছা গড়ে দেবে কোন্ স্বর্গভূমি ?
ঈশ্বর এখানে শুধু মাটির গোপন অন্তঃপুরে ।

যাদুঘর

যাদুঘর দেখেছ তো ?—কত শত কঙ্কালে প্রস্তরে
অতীতের প্রাণলীলা মূক হয়ে আছে—
অস্ফুট ব্যথার মত ছোট-বড় নানাকারে কাঁচের ভিতরে
বিজ্ঞানীর কৌতুহলে আমাদের কাছে।

সেদিন শুনেছি তার জীবনের যৌবনের গান
হাসি আর অশ্রু দিয়ে আলোড়িত তাদের হৃদয় ;
নীল নদ উপকূলে, কঙ্গো সিন্ধু নদী আমাজান—
আজও স্থির হয়ে আছে শতাব্দীর অতীত সময়।

সময়ের চলচ্চিত্রে সাক্ষ্য রেখে এরা চলে গেছে ;
আজও তবু তার স্মৃতি পাই শুষ্ক হাড়ের ভিতরে,
ফসিলের ম্লান চিহ্নে ;—এই নিয়ে জনযাত্রা আজিও চলেছে
অতীত অস্পষ্ট কোনো বিলীন অক্ষরে।

আমাদেরও,—প্রাণবান মানুষের জীবনেও আছে এক মৃত যাদুঘর
অসংখ্য কাহিনী নিয়ে পুঞ্জীভূত স্মৃতির ফসিল ;
ইতিহাস জানে না তা ;—জানবারও নেই তার কোনো অবসর—
যেখানে অনেক ব্যথা হয়ে আছে নীল।

শেষের কবিতা

'ভালবাসা জেনো'—এই পত্রশেষ ইঙ্গিতের কাছে
অনন্ত আশ্বাস যেন পেয়েছে হৃদয় ;
দূরে কোনো গৃহকোণে স্নিগ্ধালোকে আনত দৃষ্টির
মূর্তিমতী চারু স্বপ্ন—রূপময় ।

মধুর বিচিত্র স্বাদ শব্দের ধ্বনিতে
খুলে গেছে হৃদয়ের দ্বার ;
জল-মাটি-হাওয়া আর ইন্দ্রনীল অবাধ আকাশে
রোমাঞ্চ বিস্তার ।

আমরা এবং গত পিতামহ প্রপিতামহেরা
কতদিন দিনান্তের একাকিত্বে গভীর বিষাদে
শব্দের ধ্বনির মাঝে কার কণ্ঠ শুনি—
করুণ বিষণ্ণ মুখ—বেদনায় শূন্য মন কাঁদে ।

দ্বিধাহীন সত্য তার সর্বথা এ নয় ;
তবু 'ভালবাসা জেনো' প্রাণের উৎসারে
পেয়েছে গভীর শান্তি
নিশ্চিত প্রত্যয়ে স্থির উৎকণ্ঠ হৃদয় ।

অন্ধকারে

সব আলো নিবে গেলে অন্য এক আলো ওঠে জ্বলে
স্বর্গের জ্যোতিতে স্থির—স্নিগ্ধ কান্তি—চোখের কোনায়
অনন্ত আশ্বাসে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য বলে
মেনে নিয়ে বহু কিছু শুভক্ষণে ফিরে পাওয়া যায়।

সব ধ্বনি স্তব্ধ হলে তবু শুনি এক ধ্বনি বাজে ;
আত্মার ধ্বনির সাথে কোনো মুগ্ধ বাঞ্ছিত হৃদয়
দিনের সকল তাপ মুছে ফেলে মগ্নলোক মাঝে
ঈপ্সিত সুরের স্বপ্নে আপনাকে করে সমন্বয়।

আঁধার দিয়েছে গ্যাখো মানুষের জান্তব শরীরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা রিরংসায় ক্লিষ্ট কোনো বেদনার বেগ ;
আঁধার দিয়েছে গ্যাখো মানুষের অমেয় শরীরে
প্রেম-প্রীতি-সমুদ্বেল স্নেহসিক্ত হৃদয় আবেগ।

সব আলো নিবে গেলে অন্য এক স্বর্গের দ্যুতিতে
আত্মাকে ভাস্বর করো, দীপ্ত করো, করো জ্যোতিষ্মান ;
আঁধারেই আছে গ্যাখো কত শত বিবিধ মূর্তিতে
শয়তানের প্রতিরূপ ;—অন্য দিকে শান্ত ভগবান।

খোশবাগে কিছুক্ষণ

(মুর্শিদাবাদ জেলাস্থিত খোশবাগ আলিবর্দি সিরাজ প্রভৃতির সমাধিস্থল)

তোমরা ঘুমাও সবে। চিরকাল। জাগাবে না কেউ
পরম শান্তিতে তোমরা শুয়ে থাকো এখানে নির্জনে;
বাহিরে সচল পৃথ্বী। এখানেতে সময়ের ঢেউ
স্তব্ধ হয়ে আছে ছাখো ছায়াচ্ছন্ন নিশ্চল কাননে।

এইখানে কতদিন, কত সন্ধ্যা রাত্রি দ্বিপ্রহরে
খুশির পেয়ালা হাতে উচ্ছলিত লাস্যে খোশবাগ
বিভ্রম-জাগানো নটী; আজও যেন পল্লবমর্মরে
আর্তশ্বাস শোনা যায়; যেন কিছু স্মৃতির পরাগ

কুটিল আবর্ত হতে মিশে আছে এখানে-সেখানে
রক্ত-রাঙা ইতিহাসে; কান পেতে শোনো কিছুক্ষণ—
শিঞ্জিত নূপুর কাঁদে বেদনায়; রাখালিয়া গানে
বিড়ম্বিত জীবনের কথা ভেসে আসে : ভিজে যায় মন।

তোমরা সব শুয়ে থাকো। পরম নিশ্চিন্তে। কেউ আর
তোমাদের জাগাবে না; কখনো বা ভিনদেশী এসে
দুদণ্ড দাঁড়াবে শুধু; অতীতের লুপ্ত অন্ধকার
ছায়াচ্ছন্ন খোশবাগে ক্রমে মিশে যাবে অবশেষে।

সব মুছে যায়

সব মুছে যায় হাহাকার করি যত
মুছে যায় সব শোক-হর্ষের কথা ;
যতবা গভীরে ডুব দিই শুধু দেখি
নিঃসীম অতলতা ।

প্রেম-প্রীতি-স্নেহ—হৃদয়ের অনুভব
পরিমাপ কিছু করা যায় না কি তার ?
তবে কেন শুধু আর্ত দীর্ঘশ্বাসে
হৃদয়ের হাহাকার !

যায় না কি বোঝা কতটুকু ভালবাসে
রক্তগোলাপ অধরে না ফোটে যদি,
তবে কি জীবন হয়ে যাবে স্রোতহারা
শীর্ণ শুষ্ক নদী ?

তোমাকে পেয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে
হৃদয় রাঙাব কৃষ্ণচূড়ার রঙে ;
পথ চলে যাবে স্বপ্নলোকের কাছে
দ্বিধাহীন নির্জনে ।

সব মুছে যাবে হাহাকার কর যত
মুছে যাবে সব হৃদয়ের ব্যাকুলতা ;
গহীন গভীরে ডুব দিয়ে ছাখো শুধু
নিঃসীম অতলতা ।

জন্মান্ধ

কোনোদিন দেখেনিকো আলো, কোনোদিন আর
দেখবে না সে এ আকাশ পাখি গাছ নদী
সূর্যের অমেয় আভা সকালে সন্ধ্যায় ;
কোনোদিন দেখবে না সে, কোনোদিন তার
বিস্ময়ে হবে না মুগ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টির আকাশ,
কোমল শিশুর মুখ, কিশলয়, কৃষ্ণচূড়া রাঙা
দিগন্ত-রাঙানো সূর্য কালিন্দীর কোলে।
তার
জন্মের প্রথম ক্ষণে আদিগন্ত অনন্ত আঁধার
ঢেকে আছে এ পৃথিবী অতি দূর সীমান্ত অবধি ;
তার
মানবী সত্তার কাছে এ আকাশ পাখি গাছ নদী
অর্থহীন। কারণ সে দেখেনিকো আলো।

অথচ
উনিশ চৈত্রের শেষে কোনো এক বিহ্বল রাত্রিতে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠে একাকিনী বিষণ্ণ শয্যায়
সর্ব অঙ্গে মেখে নেয় স্নিগ্ধ সুধা বিমল জ্যোৎস্নার,
যখন সে শুনতে পায় অনতিদূরের কোনো বিনিদ্র শাখায়
কোকিল সুতীক্ষ্ণ স্বরে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় রাত্রির স্তব্ধতা
তখন কী জানি কেন বুকের গভীরে কোন্ তীব্র বিষণ্ণতা
ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হয়, কোনো নিঃসঙ্গতা
অন্ধকার পৃথিবীকে আরও গাঢ় তমিস্র আঁধারে
ঢেকে দেয়।

অথচ সে কোনোদিন দেখেনিকো মানুষের মুখ
কোনো দীপ্তি যৌবনের, গভীর আয়ত
কোনো চোখ, তবুও কী দারুণ অসুখ
সমস্ত শরীরে তার জৈব যন্ত্রণায়
ক্লিষ্ট করে, চূর্ণ করে।

অথচ সে কোনোদিন দেখেনিকো দৃষ্টির শায়ক
কোনোদিন দেখেনি সে শালপ্রাংশু বলিষ্ঠ যুবক
স্বপ্নের মতন শুধু ধ্বনিগুলি চারপাশে এসে
কথা কয়, ভিড় করে, চলে যায় কখন নিমেষে
দারুণ অসুখে তার ক্লিষ্ট হয় জৈবিক যৌবন

কোনোদিন দেখবে না সে আলো।

নদী

এই তো দিন আসছে নিবে এখনই এই নদী
তোমার ভালবাসার মত যদি
ঝিকিয়ে ওঠে সূর্য-গলা স্রোতের মাঝখানে,
সে শুধু সেই নদী না আর
জড়িয়ে আছে ভালবাসার
স্মৃতির সাথে, হৃদয় তারে জানে।

হৃদয় তারে জেনেছে কত স্মৃতির সাথে সাথে
অনেক দিনে আঁধার-ঘন রাতে ;
জলের ঢেউ বুকের 'পরে আছড়ে পড়ে নাকি ?
কত না চোখে ঝরেছে জল
অশ্রু-গড়া মুক্তো ফল
দিয়েছে তারে, রাখেনি কিছু বাকি।

তবু তো দিন হয়েছে শেষ, তবু তো এই নদী
চোখের আলো পেরিয়ে ডোবে যদি,
অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আঁধার-অঞ্জনা—
যেটুকু কাছে পেয়েছি তার
জড়িয়ে আছে ভালবাসার
স্মৃতির সাথে, কখনও ভুলব না।

কফি হাউসে : সন্ধ্যায়

শব্দের সমুদ্রে ডুবে শত কণ্ঠে বিচিত্র ধ্বনিতে
একান্তে-নিবিড়-করা একাকিত্ব অনায়াসে মেলে ;
পরিচিত দৃশ্যপট ; পেয়ালার পানীয়কে ঘিরে
দিনান্তের অবকাশ নেমে এল সতৃষ্ণ বিকেলে।

মাঝে মাঝে রাজনীতি ছায়াছবি সাহিত্যবাসর—
তিব্বত লোলুপ চীন কঙ্গো প্রতিবেশী পাকিস্তান ;
সত্যজিৎ রায় দেখো সুনিশ্চিত পুরস্কার পাবে,
আধুনিক কবি সব মাথামুণ্ড কী যে লিখে যান !

ওরা ঠিক রোজ আসে এক কোণে টেবিলের ধারে
নিবিড়-সান্নিধ্য-তৃপ্ত দিনান্তের স্বল্প অবকাশ ;
জীবন মাধুর্য-ভরা ছোট ছোট হাসি কথা দিয়ে
হৃদয়ে উত্তাপটুকু পরস্পরে যৌথ অভিলাষ—

প্রতিদিন কফিঘরে কিছুক্ষণ শব্দের ভিতরে
ডুব দিয়ে খুঁজে পায় জীবনের রহস্য অপার ;
ওরা তাই চেয়ে থাকে স্বপ্ন-ঝরা বিকেলের দিকে
দুচোখে সুস্নিগ্ধ শান্তি, হৃদয়েতে সুধা পারাবার।

কত কথা, কত হাসি আকাঙ্ক্ষিত নিবিড়তা দিয়ে
একান্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে সান্ধ্য কফির আসর ;
রাজপথে কোলাহল চলমান জনসমুদ্রের—
এখানে কফির কাপে সঞ্জীবিত স্বল্প অবসর।

নিরুপমা

নিজেকে যতই ভাব শরীরিণী সুরূপা সুন্দরী
আয়নায় মুখ দেখ পড়ন্ত বিকেল ঘরে এলে
আকাশি রঙের শাড়ি, বেণীপ্রান্তে প্রস্ফুট মঞ্জরী
তোমার রূপের শিখা দিকে দিকে হয়তো দেবে জ্বেলে।

সেই গর্বে হয়তো বা নিরুপমা করেছ নিজেকে,
প্রবঞ্চিত প্রেমিকের রক্তে দাও সমুদ্র-স্বনন ;
বিজয়িনী অনায়াসে যৌবনের আকাঙ্ক্ষার থেকে
বিবিক্ত বিলুপ্ত কর—যন্ত্রণার ঝরুক শ্রাবণ !

অথচ আশ্চর্য ছাখো তরঙ্গিত পুরুষসত্তায়
দেহে-মনে যে-স্বপ্নের যৌবনের উচ্চকিত দিন
গন্ধে গন্ধে ভারাতুর, তোমাকে সে সকালে-সন্ধ্যায়
বারবার ভাঙে গড়ে কত রঙে বিচিত্র রঙিন।

তোমার রূপের শিখা পুরুষের চক্ষে দেবে জ্বেলে
অপ্রাপণীয়ের ব্যথা—যন্ত্রণার ঝরুক শ্রাবণ ;
নিরুপমা হও তুমি নিরন্ত বিকেল ঘরে এলে
রক্তশিখা নেচে ওঠে মঞ্জরিত কৃষ্ণচূড়া মন।

অলীক স্বপ্নের হাতে

অলীক স্বপ্নের হাতে বারবার সঁপে দিতে গিয়ে
যদিও বিক্ষত হই, তবু জানি স্বপ্নের আকাশে
হৃদয় বলাকা হয় পক্ষপুটে অক্লান্ত আবেগ—
কোন্ দূর মোহনায় স্মিতস্নিগ্ধ সন্ধ্যা নেমে আসে।

জীবনে দুরূহ জ্বালা, উদয়াস্ত জীবিকার খোঁজে
জীবন করেছি ক্ষয় ; জীবনের মূঢ় অন্বেষণে
শ্রান্ত দেহ, হতাশ্বাস, সুকঠিন বাস্তব ভূমিতে
করুণ বিদ্রূপে ভরা জীবনের ক্লেদ বহে আনে।

তবু তো আশ্চর্য দেখি সারাদিন উড়ে উড়ে শেষে
সন্ধ্যার আগমে স্নিগ্ধ নীড়ে ফেরে হৃদয়ের পাখি ;
কোমল স্বপ্নের হাতে সঁপে দেয় বিধ্বস্ত নাবিক
ছায়াস্নিগ্ধ দূর তটে পরাবে সে জীবনের রাখী।

অলীক স্বপ্নের হাতে সঁপে দিতে গিয়ে বারবার
ক্ষত হই, তবু জানি হৃদয়ে সে সুধা পারাবার।

আরণ্যক

অরণ্য এখানে যেন সপ্তদশী কোনো কুমারীর
বিস্রস্ত কবরীগুচ্ছ, সরু স্রোতরেখাটি ঝোরার
অনিপুণ হাতে-টানা আঁকাবাঁকা, আলস্যমদির
কুমারীর সিঁথি যেন ;—কোথায় সে চলে গেছে তার
কোথাও ঠিকানা নেই, হয়তো বা বনের ভিতরে
আরণ্যক মত্ততায় অবিরাম মৃদু কলভাষে
শিথিল চলার ছন্দে খেয়ালী সে বুঝি খেলা করে।

ঘুম নামে, একরাশ স্বপ্ন যেন ভিড় করে আসে।

অরণ্য-আস্তৃত মন। সাতখিয়া চায়ের বাগানে
মেঘ নামে, বৃষ্টি ঝরে, জলের ধোঁয়ায় ভরে দিন ;
কামিনীরা পাতা তোলে ; ইতস্তত এখানে-ওখানে
তাহাদের ছোট ঘরে ছোট সাধ হয়ে আছে লীন।

আর সে মেয়েটি এক অরণ্যের ছায়ায় মায়ায়
সস্নেহে হতেছে বড় ; সরুপথ গেছে এঁকেবেঁকে
ও-ই দুর ঘন বনে আরও দূরে যদি যাওয়া যায়—
স্ফটিক জলেতে তার ছায়া পড়ে, তাই চেয়ে দেখে
অকারণে হেসে ওঠে, ঢেউ লাগে চোখের পাতায়।

মেয়েটি হতেছে বড় অরণ্যের গন্ধ গায়ে মেখে !

অষ্টাদশী

(অষ্টাদশী নায়িকাকে)

সাতখিয়া চা-বাগানে কবে কোন্ অতীতের দিন
সবুজে-নীলেতে মিশে একাকার ;
সাতখিয়া চা-বাগানে রূপময় স্বপ্ন দেখে শুধু
হৃদয় আমার।

সেখানে টিলার 'পরে কাল মেঘ ঘন হয়ে ধীরে
কেমন একান্তে পেয়ে হাত রাখে গাছের শরীরে
সমুদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত ;
অরণ্য নিবিড় হয়ে ঘিরে ধরে মুক্ত চেতনায়
হৃদয়ে আদিম তৃষ্ণা আজও মূলগত।

সাতখিয়া চা-বাগানে কবে কোন্ অতীতের ছবি
অরণ্যে-মানুষে মিশে একাকার ;
সাতখিয়া চা-বাগানে রূপময় জীবনের ছবি
এঁকেছিল হৃদয় আমার।

তবু এই নির্জনতা নির্জনতা থেকে যেত যদি
কলহাস্য উচ্ছলিত কোনো তন্বী নদী
বারবার চকিত উচ্ছ্বাসে
কপট গাম্ভীর্যটুকু খুলে নাহি দিত অনায়াসে ;
যদি তার ললিতমধুর
অর্থময়ী কঙ্কণের সুর
স্থবির মৃত্যুর মাঝে প্রাণস্পন্দে আনন্দ প্রবাহে

না যদি বহিয়ে দিত তবে
বিস্মৃতির পরপারে অনাদৃত হয়ে যেত কবে।

সময়ের স্রোত চলে যায় ;
যে ছিল সুতন্বী নদী সে যে আজ প্রাণের ধারায়
পুষ্ট হয়ে ঋদ্ধ হয়ে সুবিশাল সমুদ্রের কাছে
আনন্দে আশ্বাসে সখ্যে প্রেম হয়ে আছে।
সাতখিয়া চা-বাগান, মন্দভাগ্য অন্ধ মূঢ় অতি
দেখলিনেকো চেয়ে তারে ঘনিষ্ঠ উত্তাপে
সে যে আজ অষ্টাদশী বধূবেশী সুন্দরী যুবতী।

নিঃসঙ্গ নায়ক

একাকী নিঃসঙ্গ ঘরে শুয়ে থাকা বড় ভয়ানক।
এবং তোমরা যারা
দূর থেকে দেখে গেছ যৌবনের কান্তি অনুপম—
(অথচ অপ্রাপণীয়া ; শুধু শোণিতে স্বনিত শঙ্খ
সমুদ্রের) এবং তোমরা যারা
মেশা-ধরা, কাছে-টানা, বিভ্রম-জাগানো চেতনায়
নিরন্তর আলোড়িত, উন্মথিত হয়ে গিয়ে শেষে
বড় ক্লিষ্ট অসহায়, তোমরাও একাকী ঘরের
রিক্ততাকে খুঁজে পাও। হে ক্লান্ত সময়,
হে স্থবির বিষণ্ণতা কোন্ দূর উজানের স্রোতে
হৃদয়েরে ক্লিষ্ট কর, ক্লান্ত কর···বড় ভয়ানক···
বড় ভয়ানক তীব্র অনুভূতি। ছাখো,
ঘর শূন্য। সঙ্গীহীন। আশাহীন নিরানন্দ ঘরে
শুয়ে আছে
ক্লান্ত রিক্ত নিঃসঙ্গ নায়ক।

কেউ কি ডেকেছ নাকি ? ডেকেছিলে কোনোদিন ?
ডাকবে না কি কোনোদিন আর ?—ওই ছাখো স্বর্ণাভ আকাশ·
মেঘে মেঘে লুকোচুরি···রঙে রঙে হোলিখেলা···
ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে···স্নিগ্ধ হাওয়া···ক্লান্ত পক্ষ বিধূনন
পাখিদের···মধুরোল···প্রান্তরে হারিয়ে-যাওয়া
পথরেখা···শান্ত ছন্দ জীবনের···সুখে-দুঃখে-বিরহে-মিলনে
আন্দোলিত দিনরাত্রি ; ওরই মাঝে কোনোদিন কেউ
নিয়ে যাবে সম্মিলিত জীবনের দ্বারে ?—উৎসবে উচ্ছল,

মিলনে নিবিড়তম, বিরহে কাতর, বেদনায়
আর্দ্রচিত্ত ? ওগো আশা আপাতরম্যা—পরিণামে ভয়ঙ্করী, ওগো
ভবিষ্য দিনের চিন্তা আজিকার কোনো সুখস্মৃতি
চকিতে উজ্জ্বল হয়ে জীবনের প্রান্ত ছুঁয়ে যাবে
স্মিতরসে ?···বড় ভয়ানক···
বড় ভয়ানক তীব্র অনুভূতি। মর্মমূলে সুতীক্ষ্ণ শায়ক
বিদ্ধ যন্ত্রণায়। ত্যাখো
ঘর শূন্য। সঙ্গীহীন। নিরুদ্যম বৈফল্যের তীরে
পরিত্যক্ত একাকী নির্জনে
নিঃসঙ্গ নায়ক।

বিরহী

সকালে দরজা ভেঙে ভয়ার্ত বিহ্বল তারা দেখে নিল আলম্বিত দেহ—
কড়িতে ফাঁসের দড়ি কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে, অগ্নিবর্ষী সমুদ্‌গত চোখ ;
দুইখানি অপস্থত পা দিয়ে ভূমির দিকে ছুঁতে চায় বিপুল আগ্রহে ;
ঘরেতে বিরাজমান স্থির শান্ত মহামৌন চিরস্তব্ধ মৃত্যুর আলোক।

পুলিশের লোক এল ; দু একজন প্রতিবেশী দূর থেকে ভীরু পদক্ষেপে
বেচারাকে দেখে নিল—আহা, এই মতি কেন জীবনের পদপ্রান্তে এসে !
কী গভীর দুঃখ নিয়ে (সে কি কিছু না-পাওয়ার ?) করে গেল চরম আঘাত
বাষ্পভরা কণ্ঠস্বরে সমবেদনার সুর রেখে দিল মৃতের উদ্দেশে।

অতি শান্ত ভদ্রলোক, হাসি মুখ সহৃদয়, বিনয়-মধুর বাক্যালাপে
মন জয় করে নেন ; সর্বদা কাজের মধ্যে নিয়োজিত রাখেন নিজেকে ;
মফস্বল শহরেতে এই মাত্র কিছুদিন হল বুঝি জীবিকা অর্জনে—
এরই মধ্যে এ জীবন সমাপ্তিতে স্তব্ধ হল মৃত্যুর করুণ অভিষেকে।

কাজে-কর্মে দিন কাটে ; অবশেষে সন্ধ্যা হলে ফিরে যান নিঃসঙ্গ ভবনে
কেউ নেই সেথা তাঁর ; শুধু বসে রোমন্থন প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতির ;
প্রথম যৌবনে কবে অনন্ত বিচ্ছেদ এসে নিয়ে গেল পঁচিশ বছর
মাঝে মাঝে সেই স্মৃতি বিহ্বল চোখের 'পরে একসাথে করে আসে ভিড়।

আষাঢ়ের সন্ধ্যা নামে, মেঘে মেঘে একাকার, হাওয়া বয় বৃষ্টির ধারার
সোনার বিদ্যুৎ রেখা অকস্মাৎ এঁকে যায় আকাশেতে কার স্নিগ্ধ মুখ ;
হঠাৎ হাওয়ার সাথে কার কণ্ঠ ভেসে আসে বহুশ্রুত পরিচিত স্বর
সহসা চঞ্চল হয়ে রক্তে আসে বন্যাবেগ—বুভুক্ষিত হৃদয় উন্মুখ।

সেদিনও এমনিই মেঘ আকাশের 'পরে এসে ঢেকে দিল ঘন ছায়া দিয়ে
কী জানি হয়তো কারো স্নিগ্ধ চোখ জেগেছিল ব্যথাভরা করুণ আবেশে ;
একাকী নিঃসঙ্গ তিনি বিড়ম্বিত জীবনের পুঞ্জীভূত পরিহাস রেখে
জীবনের প্রান্তে এসে চলে যান অন্যলোকে দূর প্রিয়তমার উদ্দেশে।

ঘুম নেই

রাতের আকাশ কাঁদে, ঘুম নেই রাত্রির আকাশে ;
অসংখ্য তারার চোখ—সব যেন ব্যথায় পাণ্ডুর ;
সারা রাত ঝরে যায়, মিশে যায় ইন্দ্রনীল ঘাসে—
পৃথিবী গভীর অতি ;—মনে হয় দূর, অতি দূর।

আরো এক ঘুম নেই আমাদের মানুষের চোখে
সারা রাত জাগে যারা, কেঁদে যারা রাত্রি ভোর করে ;
কী জানি কী নেশা নিয়ে আঁধারের কী নব আলোকে
পৃথিবীকে দেখে যায় ; অবশেষে ঝরে পড়ে ঝড়ে।

এ এক আশ্চর্য রীতি ;—কাঁদে তবু ভালবাসে আরো,
আরো কাছে পেতে চায় হৃদয়ের চিরন্তন সুর ;
আকাশেতে ঘুম নেই, ঘুম নেই পৃথিবীর কারো—
রজনী গভীর তবু ;—মনে হয় দূর—বহু দূর।

অন্য কোনোখানে

কতবার বলে গেছি হে হৃদয়, আর তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
এখনো মুকুল আছে ফোটবার, ফোটাবার ফাল্গুনের আয়ু ;
অতএব আর তুমি যন্ত্রণার অন্ধকার ডেকো না, ডেকো না—
বকুলে-পলাশে মিশে সপ্রেম সোচ্চার হোক স্বল্প পরমায়ু।

ওই দ্যাখো, লাল-চেলি-ঘোমটা-টানা কৃষ্ণচূড়া হয়ে আছে বধূ,
বকুল একান্তে বসে দিনান্ত পাগল করে যৌবনের ঘ্রাণে ;
বনের বেষ্টনী ঘিরে মহুয়া বিলিয়ে দেয় ফাল্গুনের মধু—
সাঁওতালী মেয়ের বুকে নেচে-ওঠা শোণিতের আকাঙ্ক্ষার গানে।

তাই দ্যাখো, তৃপ্ত হও ; হে হৃদয়, আর তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
বকুলে-পলাশে মিশে সপ্রেম সোচ্চার হোক ফাল্গুনের দিন ;
কী জানি কি বুঝলে সে, চেয়ে দেখি দিনান্তের অস্তগামী সোনা
হঠাৎ দুচোখে তার সুগভীর ছায়া ফেলে করুণ মলিন।

সমুদ্রে

সমুদ্র দেখেছি নাকি ? সমুদ্র সে কোথা যেন আছে ?
কোন্ আর্ত উপকূলে দিনরাত হৃদয়ের খেলা
করে যেন ; সমুদ্র আকাশে থাকে ? নাকি আরও কাছে
আমাদের মননের অধিকারে রয়েছে একেলা ।

কতোদিন ভেবে গেছি—তোমাকে তো দেখিনি কখনো
সমুদ্র—সফেন নীল ; উল্লোলিত কল্লোলের স্বর
কখনো শুনিনি ; যদি ডাক দিই কখনো কি শোন—
শুধু খেলা হৃদয়ের, যদি পাও এই অবসর ।

তুমি কি সমুদ্র নও ; তোমাতে কি সমুদ্রের স্বাদ
নেই ?—তোমার বুকেতে ঢেউ, দুচোখেতে ধূপছায়া
নীল স্বপ্ন করেছে বিস্তার ; এই আকাশ অবাধ
সস্মিত মুখেতে দেয় প্রেমাপ্লুত কোনো স্নিগ্ধ মায়া ।

সমুদ্র দেখেছি আমি, তোমাতে সে কলধ্বনি শুনি ;
সমুদ্র সমুদ্র থাক্—হৃদয়েতে গানের ফাল্গুনী ।

প্রেমিক

পার্ক-স্ট্রীট স্টপেজেতে এক ঝাঁক প্রজাপতি এসে
নেমে গেল ; সুবাসিত গন্ধরেণু মাঠের হাওয়ায়
বিমিশ্র সৌরভে যেন কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে
কোথায় মিলিয়ে গেল ; দূরে মনুমেণ্ট দেখা যায়।

এক ঝাঁক প্রজাপতি নিয়ে ট্রাম ডালহৌসির দিকে
চলে গেল ; এক ঝাঁক নেমে গেল পার্ক স্ট্রীট মোড়ে ;
রঙ-বেরঙের দেহ সবুজে হলুদে নীল ফিকে
কলকণ্ঠে রসালাপ ছুঁড়ে দিল চূর্ণ-চূর্ণ করে।

উপরে গাছের ডালে কোকিলের অশ্রান্ত ক্রন্দন
মিলনের লগ্ন বুঝি অনর্থক ঝরে প্রতীক্ষায় ;
শুধু সে অবাক চোখে কারে যেন করে অন্বেষণ—
পার্ক স্ট্রীটে ট্রাম থামে, পুনরায় ছেড়ে চলে যায়।

হৃদয় সমুদ্র হয় উল্লোলিত কল্লোলের স্বরে
লোকটি অবাক চোখে চেয়ে দেখে অপূর্ব সুষমা ;
অজ্ঞাত প্রেমিক সে কি ?—চঞ্চলিত জীবন সাগরে
অনেক অশ্রুর শুক্তি মুক্তা হয়ে আছে বুঝি জমা।

প্রত্যহ বিষণ্ণ তাই ছায়ার গহ্বরে ঢুকে থেকে
একান্তে নিবিড় হয়ে খুঁজে নেয় জীবনের মানে ;
হৃদয়ে অনন্ত আশা, রূপসীর চোখে চোখ রেখে
মুহূর্তে আস্বাদ করে রূপ রস ছন্দ অনুধ্যানে।

রহস্যময়ী

বুঝিনা যে প্রণয়কলা তোমার কিছু
তাই গিয়েছি তোমার কাছে বারেবারে ;
অতলতায় চেয়েছি যে ডুবিয়ে দিতে
ক্লান্ত দেহ রিক্ত করুণ আপনারে।

হয়তো কখন মৃদু হেসে আমার কাছে
এলে যখন হৃদয় হল ঝরনাধারা ;
বুকের মাঝে ছন্দ নাচে ঢেউয়ের তালে
কোন্ ভাবনায় হল যে সে আত্মহারা।

নীল আকাশের স্বপ্ন-ঘেরা কল্পনাতে
উড়ে যাবার যখন কোনো বাধাই নেই—
মনে ভাবি আমার প্রেমে মগ্ন হলে
মধুর তোমার সঙ্গসুধা পেলাম যেই।

দিন চলে যায়, সন্ধ্যা নামে, গভীর রাত ;
তোমার রূপের আলপনা দিই কল্পনাতে ;
অন্তবিহীন আশার ফানুস উড়িয়ে দিয়ে
ভেবেছিলাম স্বর্গ এল আমার হাতে—

কিন্তু তোমার প্রণয়কলা বিষম অতি ;
হঠাৎ দেখি আপনাকে দূর-আড়াল রেখে
দেখছ, শুধু হাসছ বুঝি আপন মনে
কেমন করে রক্ত ঝরে হৃদয় থেকে !

কোনো এক যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকের প্রতি

অনেক দিয়েছ তুমি ; জীবনের উজ্জ্বল সময়
একে একে ধীরে ধীরে মিশে গেছে জীবনের স্রোতে
কখন অজ্ঞাতসারে , নিঃশেষে করেছ তুমি ক্ষয়
যৌবনের দিনগুলি শত্রুসৈন্য মুখোমুখি হতে ।
অনেক ঘুরেছ তুমি ; শৈলমূলে ঊষর প্রান্তরে
জনপদচিহ্নহীন ঘন বনে কত পরিক্রমা ;
বিচিত্র সংসারে নিত্য সারি-বাঁধা তাঁবুর ভিতরে
বেদনার্ত কত ক্ষণ খেদ অশ্রু হয়ে আছে জমা ।

কে দেবে তোমার হাতে অমল সুধার পাত্রখানি
রোগক্লিষ্ট স্তব্ধ রাতে নিদ্রাহীন শয্যার শিয়রে ?
কে দেবে বাঞ্ছিত সঙ্গ ? নিবিড় মমতাময়ী বাণী
কে শোনাবে আশাহীন নিরুদ্যম ব্যথার প্রহরে ?

কেউ নেই । সঙ্গীহীন । কোন্ ক্ষণে কেটেছে যৌবন
জীবনের পদপ্রান্তে মিশে গেছে সব স্বপ্ন—স্বপ্নিল উদ্ভাস ;
এখন একাকী বসে নিঃশব্দে ক্ষরিত হবে মন
আর জেগে থাকবে চির অনাদৃত মৌন ইতিহাস ।

অভিষেক

পাষাণেও ফুল ফোটে, শুষ্কশাখে নব কিশলয়
কূল-ভাঙা কলরোল স্তব্ধবাক নদীটির বুকে ;
হাওয়ায় সুঘ্রাণ ;   আর উদয়াস্তে বিস্মিত বলয়—
চির-চেনা পৃথিবীকে মধুময় নিবিড় কৌতুকে
সাজিয়েছে ;   খেলা যেন অন্তশ্চর ক্লিষ্ট কামনার
নব নব উজ্জীবনে ঃ তাই কোন্ গুপ্ত পথ বেয়ে
সহজ জীবনরস মুক্ত করে বাধার প্রাকার
প্রাণে প্রাণ মিশে যায়, আলোকের গান ওঠে গেয়ে ।

পাষাণেও ফুল ফোটে, হৃদয়েতে ফাল্গুনের দোল
সৃজনের পদধ্বনি বন্ধ্যা তটপ্রান্তরের মাঝে ;
দুরন্ত গানের বন্যা ধমনীতে তোলে কলরোল
বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কবিতার ছন্দ বুঝি বাজে ।

পাষাণেও ফুল ফোটে, প্রেমে যদি অভিষেক হয়
পরিচিত পৃথিবীকে গড়ে তোলে স্মিত মধুময় ।